রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৮, ২০০৮

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/ ২৪ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৪-আইন/২০০৮।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(২) "অ্যাভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর" অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট কত সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়ের অনুপাত;

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

(৩) "ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর" অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি প্লান্টের প্রকৃত নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ এবং একই সময়ে একটি প্লান্ট পূর্ণ ক্ষমতায় পূর্ণ সময় চলিলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারিত তাহার অনুপাত;

(৪) "ফিস" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীনে ধার্যকৃত ফিস;

(৫) "ট্যারিফ" অর্থ এনার্জি সরবরাহ বা তদ্‌সম্পর্কিত বিশেষ সেবার মূল্যহার;

(৬) "ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট" অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ফুয়েল সংগ্রহ ও সরবরাহ খরচের হার;

(৭) "মেথডোলজী (methodology)" অর্থ আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত এবং এই প্রবিধানমালার তফসিলে বিধৃত পাইকারী বাল্ক ও খুচরাভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ভোক্তা পর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি;

(৮) "রেট" অর্থ গ্রাহক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহৃত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য নির্ধারিত চার্জ;

(৯) "লাইসেন্সী" অর্থ আইনের অধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, বিপনন, বিতরণ, মজুতকরণ ও সরবরাহের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১০) "লোড ফ্যাক্টর" অর্থ একটি পাওয়ার প্লান্ট বা পাওয়ার সিস্টেমের গড় লোড এবং পিক লোডের অনুপাত;

(১১) "সিডিউল" অর্থ বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ বিবরণী যাহাতে বিদ্যুতের মূল্য, স্থায়ী চার্জ ও পরিবর্তনশীল চার্জ (যদি থাকে) এবং সার্ভিস প্রদান, সার্ভিস সমাপ্তি, বিলম্ব মাশুল লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(১২) "সেবা প্রদানের শর্তাবলী" অর্থ ভোক্তাকে প্রদেয় সেবার শর্তাবলী, সংযোগ প্রদানের শর্তাবলী, মিটারিং, সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ নীতি, বিল প্রদান নির্দেশাবলী, গ্রাহকের অভিযোগ পদ্ধতি সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী;

(১৩) "হীট রেট" অর্থ পাওয়ার প্লান্টের থারমাল এফিসিয়েন্সীর (Thermal Efficiency) পরিমাপ;

(১৪) "হিসাব" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণে লাইসেন্সী কর্তৃক সংরক্ষিত হিসাব।

৩। **পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সম্পাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিপত্রের অধীন সরকার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদকের মধ্যে ধার্যকৃত বিদ্যুতের মূল্যহারের ক্ষেত্রে, উক্ত মূল্যহার কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে অনুমোদিত এবং ভোক্তাদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য গণ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রাদি কমিশনে সংরক্ষণের নিমিত্ত দাখিল করিতে হইবে।

৪। ট্যারিফ নির্ধারণ ও ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদন।—(১) আইনের অধ্যায়- ৭ এর অধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ নির্ধারণ বা ট্যারিফ পরিবর্তনের লক্ষ্যে লাইসেন্সী কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদন করিবার জন্য কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, এতদ্‌উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফিস কমিশনের নামে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের ৫ (পাঁচ) টি মুদ্রিত অনুলিপি এবং ১ (এক) টি ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, একসেস ফরম্যাটে সিডি আকারে দাখিল করিতে হইবে।

৫। ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলতব্য দলিলপত্রাদি।—প্রবিধান ৪ এর অধীন ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র দাখিল করিবার সময় লাইসেন্সী উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি বা কাগজপত্র সংযুক্ত করিবে, যথা ঃ—

(ক) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজিত দলিলপত্রের একটি তালিকা;

(খ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউলে বর্ণিত সেবা কার্যক্রম শুরু করিবার প্রত্যাশিত তারিখ;

(গ) যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট ট্যারিফ সিডিউল বা ট্যারিফ প্রেরিত হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) প্রস্তাবিত রেট ঘোষণা সংক্রান্ত খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(ঙ) যেই ধরণের সেবা প্রদান করা হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত নির্ধারিত রেট;

(চ) লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কিত চুক্তি, প্রয়োজনে, যথাযথভাবে সম্পাদিত হইয়াছে এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র;

(ছ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী লেন-দেন এবং রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন যাহাতে যে সেবা প্রদান করা হইবে তাহার মাসিক এবং বাৎসরিক প্রাক্কলন এবং যে মাস হইতে সেবা প্রদান শুরু হইবে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ১২ (বার) পঞ্জিকা মাসে যে রাজস্ব প্রাপ্তি হইবে তাহার প্রাক্কলিত হিসাব অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং গ্রাহক শ্রেণী, ক্রেতা এবং ডেলিভারী পয়েন্ট এর ভিত্তিতে প্রাক্কলন তৈরী হইবে এবং সর্বপ্রকার নির্ধারিত বিলিং ছকে কিলোওয়াট, কিলোওয়াট ঘন্টা, জ্বালানী সমন্বয়, পাওয়ার ফ্যাক্টর সমন্বয় উল্লেখ করিতে হইবে;

(জ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ সিডিউলে রেটের ভিত্তি এবং প্রস্তাবিত রেট বা চার্জ নির্ধারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা;

(ঝ) সর্বপ্রকার খরচের (সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত, বৃদ্ধিজনিত বা অন্য হিসাবে প্রদত্ত) হিসাব সম্পর্কে প্রস্তাবিত রেটকে যৌক্তিক বিবেচনার জন্য যে সমস্ত মূল্যমান বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটি বিবরণী;

(ঞ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের উৎপাদন সেবা বা পাইকারীহারে বিদ্যুতের পুনর্বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রেটের সঙ্গে প্রস্তাবিত রেটের একটি তুলনামূলক বিবরণী; এবং

(ট) সেবার বিস্তারিত শর্তাবলীসহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির একটি অনুলিপি।

৬। **ট্যারিফ পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলতব্য দলিলপত্রাদি।**—প্রবিধান ৪ এর অধীন ট্যারিফ পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদনপত্র দাখিল করিবার সময় লাইসেন্সী উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি বা কাগজপত্র সংযুক্ত করিবে, যথা ঃ—

(ক) কালানুক্রমিক বর্ণনাসহ (Historical Trend) প্রস্তাবিত ট্যারিফের সার-সংক্ষেপ;

(খ) ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা;

(গ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ নির্ধারণে গৃহীত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ;

(ঘ) ট্যারিফ পরিবর্তনে যাহারা প্রভাবিত হইবেন, তিনি বা তাহাদের সঙ্গে বর্তমান অবস্থা এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তনের পর পরিবর্তিত অবস্থা উল্লেখপূর্বক, তাহাদের একটি তালিকা;

(ঙ) ট্যারিফ পরিবর্তন সম্পর্কিত খসড়া বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি;

(চ) অব্যবহিত বিগত ৩ (তিন) বৎসরের নিরীক্ষিত বাৎসরিক হিসাব;

(ছ) প্রস্তাব পেশকালীন সময়ের চলতি বছরের সাময়িক হিসাব বা নূতনের ক্ষেত্রে প্রাক্কলন;

(জ) বর্তমান এবং প্রস্তাবিত ট্যারিফ পরিবর্তনজনিত কারণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ;

(ঝ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ অনুমোদিত না হইলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংশ্লেষের বিবরণ;

(ঞ) প্রস্তাবিত ট্যারিফ আবেদনকালের পরবর্তী বৎসরের আর্থিক প্রাক্কলন;

(ট) বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধের পরিকল্পনা এবং বিগত ৩ (তিন) বৎসরের পরিকল্পনা বহির্ভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধের হিসাব; এবং

(ঠ) আবেদনকারীর প্রস্তাব মূল্যায়নে সহায়ক অন্যান্য তথ্যাদি।

৭। **আবেদনপত্র গ্রহণ।**—(১) প্রবিধান ৪ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন নিজে বা কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজনে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর অনধিক ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তথ্যাবলী সরবরাহ ও কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) কমিশন প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রাপ্তির পর উহা নথিভুক্ত করিবে এবং কমিশনের প্রশাসনিক সভায় আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে। কমিশনে আবেদনটি বিবেচিত হইলে ইহা আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ নথিভুক্ত থাকাকালীন লাইসেন্সী বিবেচনাধীন ট্যারিফ সিডিউল বা উহার অংশবিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিবেনা।

৮। **গণবিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ প্রদান।**—(১) কমিশন প্রবিধান ৪ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ইহার নিকট যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে, বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় পত্রিকায় এতদ্‌সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি দিবে।

(২) কমিশনের বিবেচনায় যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আবেদনপত্র দ্বারা প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে অথবা যাহারা আলোচ্য বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং কমিশনের পক্ষে যথাযথ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদানে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিবর্গকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) কমিশন নিম্নে বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পন্থায় নোটিশ প্রদান করিবে, যথা ঃ—

(অ) বাহকের মাধ্যমে হাতে হাতে;

(আ) প্রাপ্তিস্বীকারসহ রেজিষ্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে; এবং

(ই) প্রয়োজনে অন্য যেকোন মাধ্যমে।

(৪) প্রত্যেকটি নোটিশ যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকৃত ঠিকানায় অথবা উক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি যেই স্থানে সাধারণভাবে বসবাস করে অথবা ব্যবসায় পরিচালনা করে অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজ করে তদ্রুপ স্থানে বা সেই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) এই প্রবিধান এর অধীন প্রদত্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশ বাবদ ব্যয়িত অর্থ আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে।

৯। **মেথডোলজী (Methodology) অনুযায়ী মূল্যায়ন।**—(১) কমিশন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর উহা তফসিলে বর্ণিত মেথডোলজী (methodology) অনুযায়ী মূল্যায়ন করিবে।

(২) কমিশন আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য আবশ্যকীয় তথ্যাদি, প্রয়োজনবোধে, পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১০। **আবেদনপত্র আনুমোদন।**—কমিশন আবেদনপত্র মূল্যায়ন করিবার পর উক্ত আবেদনপত্র অনুমোদন করিতে পারিবে।

১১। **আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান।**—(১) কমিশন শুনানী গ্রহণের পর নিম্নবর্ণিত যেকোন একটি বা একাধিক কারণে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে ঃ

(ক) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি অপর্যাপ্ত হইলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক অনুরোধকৃত অতিরিক্ত তথ্যাবলী বা কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে;

(খ) দাখিলকৃত আবেদন এবং দলিলাদিতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হইলে;

(গ) আবেদনপত্র বাংলাদেশের অন্য কোন প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হইলে; এবং

(ঘ) আবেদনকারী কমিশনের আইন ও এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী ট্যারিফ নির্ধারণ বা পরিবর্তনের অনুরোধ না করিলে।

(২) কমিশন শুনানী গ্রহণ বা লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে কোন আবেদনপত্র প্রত্যাখান করিতে পারিবে না।

(৩) কমিশন আবেদনপত্র প্রত্যাখানের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রদত্ত ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১২। **শুনানী ও আপত্তি**।—(১) কমিশন কোন আবেদনপত্র, প্রত্যাখ্যান না করিলে, প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে, আইনের অধীন একটি গণশুনানীর আয়োজন করিবে যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ বক্তব্য বা দালিলিক সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে প্রস্তাবিত ট্যারিফ আবেদনপত্র সম্পর্কে জেরা করা যাইবে।

(২) কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দকে শুনানীকালে আবেদনপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করিতে হইবে এবং আবেদনপত্র বিশ্লেষণ ও কমিশনের নিকট সুপারিশ প্রদানের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তাহাদেরকে জেরা করা যাইবে। গণশুনানীর অন্তত ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে কমিশনের প্রামাণিক সাক্ষ্য (Written Testimony) কমিশনের নিকট আলোচ্য কেস-এ রেজিস্টার্ড পক্ষগণকে রেজিস্টার্ড ডাক বা কুরিয়ারযোগে প্রেরণ করিতে হইবে। একইভাবে কমিশনের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য পক্ষসমূহকে তাহারা যে সমস্ত বক্তব্য বা দালিলিক সাক্ষ্য পেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহার অনুলিপি শুনানীর অন্তত ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে কমিশনে পৌঁছাইতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি রেট সংক্রান্ত শুনানীতে অংশগ্রহণ বা আপত্তি উত্থাপনে ইচ্ছুক হইলে অথবা ট্যারিফ আবেদন সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে চাহিলে নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে তিনি নিজ বক্তব্য বা মতামতের স্বাক্ষরযুক্ত ১ (এক) টি মূল এবং ৪ (চার) টি অনুলিপি তাহার নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বক্তব্য বা মতামত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফাইলিং ফিসসহ দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপরি-উক্ত আবেদনে ট্যারিফ পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের (Tariff Proceeding) জন্য আপত্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) কমিশন, মতামত পর্যালোচনা শেষে, কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে এবং আইনের অধীনে আপত্তিকারী পক্ষের শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) আপত্তি উত্থাপনকারীর আবেদন কমিশন প্রত্যাখ্যান করিলে আবেদনকারী অতিরিক্ত প্রমাণ ও কারণসহ কমিশনে পুণরায় আবেদন করিতে পারিবে।

১৩। **আবেদনকারীর সঙ্গে যোগাযোগ**।—(১) ট্যারিফ নির্ধারণ বা ট্যারিফ পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমিশন যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে আবেদনকারীকে প্রেরণ করে, ততক্ষণ আবেদনকারীর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ লিখিতভাবে কমিশনের মাধ্যমে অথবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে।

(২) কমিশন কেবল আবেদনের সহিত সম্পর্কযুক্ত তথ্যের ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য বিষয়ে আবেদনকারীর সহিত যোগাযোগ করিবে।

১৪। **কমিশনের সিদ্ধান্ত।**—(১) কোন আবেদনপত্র যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন ট্যারিফ নির্ধারণ ও ট্যারিফ পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত করতঃ বিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করিবে।

(২) কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন পক্ষ কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) সিদ্ধান্ত বা আদেশের অনুলিপি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক কমিশনের সীলসহ স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত হইবে।

(৫) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশের অনুলিপি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখিবে এবং তাহা কমিশন কর্তৃক সময় সময় ধার্যকৃত ফিসের বিনিময়ে যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে। ।

১৫। **ট্যারিফ প্রয়োগকাল।**—(১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে বিদ্যুতের ট্যারিফ কার্যকর হইবে।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ বা ট্যারিফ সিডিউল যতদিন পর্যন্ত লাইসেন্সী কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা না হয় অথবা কোন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিজ উদ্যোগে কমিশনের নিকট ট্যারিফ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন না করে অথবা কমিশন নিজে ট্যারিফ পুর্নবিবেচনার উদ্যোগ গ্রহণ না করে ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৬। **প্রস্তাবিত ট্যারিফ অথবা ট্যারিফ পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।**—(১) লাইসেন্সী প্রতিটি গ্রাহকের নিকট কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ অথবা পরিবর্তিত ট্যারিফ সংযোজনসহ একটি গ্রাহক নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(২) পরিবর্তিত ট্যারিফের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশের সহিত মূল ট্যারিফের তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত নোটিশ কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৪ (চৌদ্দ) কর্মদিবসের মধ্যে এবং ট্যারিফ কার্যকর হইবার অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সী বহুল প্রচারিত ১ (এক) টি বাংলা এবং ১ (এক) টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নির্ধারিত ট্যারিফ অথবা পরিবর্তিত ট্যারিফ সংযোজনসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এ বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি ট্যারিফ কার্যকর হইবার তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

তফসিল

[প্রবিধান ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ মেথডোলজী (methodology)

১. সূচনা

১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ মেথডোলজী প্রণয়নের উদ্দেশ্য হইল কোন লাইসেন্সী কর্তৃক ট্যারিফের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের রেট নির্ধারণের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা। একটি প্রতিষ্ঠিত মেথডোলজীর মাধ্যমে কোন লাইসেন্সী ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব ধারণা লাভ করিতে পারে। অনুরূপভাবে ভোক্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আস্থা থাকিবে যে, কমিশনে স্ট্যান্ডার্ড ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ট্যারিফ মূল্যায়িত হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত মান কমিশনের কর্মকর্তাদের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সহিত ট্যারিফ আবেদন মূল্যায়নে সহায়তা করিবে।

১.২ প্রত্যেক লাইসেন্সী তাহাদের ট্যারিফ নীতিমালা প্রকাশ করিবে, যাহাতে বিদ্যুতের মূল্য, স্থায়ী (fixed) চার্জ ও পরিবর্তনশীল চার্জ (যদি থাকে) এবং সার্ভিস প্রদান, সার্ভিস সমাপ্তি, বিলম্ব মাশুল, বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ম ও শর্তাবলী লিপিবদ্ধ থাকিবে।

১.৩ প্রত্যেক বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সী এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে আগ্রহী পক্ষের মধ্যে একটি স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে।

১.৪ প্রত্যেক ভোক্তাকে লাইসেন্সী প্রতি মাসে বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিবে।

১.৫ প্রত্যেক বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর ট্যারিফের দুইটি অংশ থাকিবে। প্রথম অংশে উৎপাদিত বিদ্যুতের জ্বালানী খরচ এবং দ্বিতীয় অংশে প্লান্টস রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট উল্লেখ থাকিবে।

১.৬ প্রত্যেক ভোক্তার ইনভয়েস বা বিলে মাসিক ফুয়েল চার্জ এবং সার্ভিস চার্জ উল্লেখ থাকিবে।

ফুয়েল চার্জ = ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেট X ভোক্তার ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ।

সার্ভিস চার্জ = সার্ভিস রেট X ভোক্তার ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ।

১.৭ গ্রাহকের মোট বিলের পরিমাণ হইবে ফুয়েল চার্জ ও সার্ভিস চার্জের যোগফল।

২. ফুয়েল কস্ট রিকভারি ট্যারিফ রেট

২.১ ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেট এর উদ্দেশ্য হইল বাজারে জ্বালানী মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া মানসম্মত দক্ষতার ভিত্তিতে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ভোক্তাদের চার্জ করা। বাজারে জ্বালানী মূল্যের কোন পরিবর্তন হইলে, ষান্মাসিক ভিত্তিতে ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেটের পরিবর্তন হইতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী খরচ গ্রাহকদের চার্জ করার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতার মানদন্ডের পরিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে। হীট রেট বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতার মানদন্ড হিসাবে বিবেচিত হইবে। যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সী কমিশন অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড হীট রেটের বেশী বা কম (±১০%) এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রকৃত জ্বালানী খরচ গ্রাহকদের উপর আরোপযোগ্য হইবে। যদি হীট রেট অদক্ষতা (+) ১০% এর বেশী হয় তবে শুধু অনুমোদিত (+) ১০% পর্যন্ত জ্বালানী খরচ ভোক্তাদের উপর আরোপযোগ্য হইবে। পক্ষান্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সী তাহাদের দক্ষতার মান অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট (-) ১০% অপেক্ষা বেশী হয় এবং ইহার মাধ্যমে জ্বালানী খরচের সাশ্রয় করে তাহা হইলে (-) ১০% দক্ষতার উর্ধ্বের সাশ্রয়কৃত জ্বালানী খরচের অর্থ লাইসেন্সীর অনুকূলে থাকিবে অর্থাৎ অনুমোদিত হীট রেট অনুযায়ী জ্বালানী খরচ গ্রাহকের উপর আরোপযোগ্য হইবে। যদি লাইসেন্সীর জ্বালানী ক্রয়মূল্যের কোনও পরিবর্তন না হয় এবং অন্যান্য উপাদান সমপরিমাণ থাকে তাহা হইলে ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেটে কোন পরিবর্তন হইবে না।

২.২ ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেট টাকা প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা (কিঃওঃঘঃ) ভিত্তিতে প্রকাশিত হইবে।

২.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রকৃত ব্যবহৃত জ্বালানীর মূল্য (ক্রয় ও সরবরাহ খরচ) ভাজ্য হিসাবে এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের নীট পরিমাণ (কিঃওঃঘঃ) ভাজক হিসাবে গণ্য হইবে। গ্রাহকদের উপর আরোপযোগ্য জ্বালানী খরচ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট (অথবা এর ১০% কম বা বেশী) এর উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নরূপ ফর্মুলায় হিসাব করিতে হইবে।

ফুয়েল কস্ট রেট = (ক্রয় মূল্য এবং বিদুৎ উৎপাদন প্লান্ট পর্যন্ত সরবরাহ খরচ x হীট রেট) ÷ নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

২.৪ এ্যাকুইজিশন ও ডেলিভারী খাতে অন্তর্ভুক্ত খরচ

২.৪.১ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানী খরচ।

২.৪.১.১ প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং প্লান্ট মিটারের মাধ্যমে ধারণকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য।

২.৪.১.২ কয়লা, কনডেনসেট, জ্বালানী তৈল অথবা অন্যান্য কঠিন অথবা তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে, জাহাজ হইতে মালামাল খালাসকরণের ব্যয় এবং তৎপরবর্তী বয়লার প্লান্ট, বাংকার, হপার, বাকেট, ট্যাংক অথবা বয়লার হাউজ কাঠামোর হোল্ডারে প্রবেশ পর্যন্ত খরচ ।

২.৪.১.৩ বায়োম্যাস এর ক্ষেত্রে, কমিশন কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

২.৪.১.৪ হাইড্রোইলেকট্রিক-এর ক্ষেত্রে, হাইড্রোইলেকট্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের জন্য কোনও জলাধারে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করিতে না হইলে কমিশন ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেটে বিবেচনা করিবে না। পাম্পিং সিস্টেম পরিচালনার জন্য জ্বালানী খরচ আরোপের ক্ষেত্রে কমিশন বিষয়টি কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে।

২.৪.১.৫ সোলার, বায়ুবাহিত (উইন্ড) অথবা ওয়েভ পাওয়ার সিস্টেম-এর ক্ষেত্রে কমিশন ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেট বিবেচনা করিবে না।

২.৪.১.৬ যদি কোন প্লান্ট একাধিক প্রকৃতির জ্বালানী ব্যবহার করে, দহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরবরাহকৃত জ্বালানী নীট বিটিইউ (BTU) এর উপর ভিত্তি করিয়া আনুপাতিক হারে জ্বালানী খরচ হিসাব করিতে হইবে।

২.৪.১.৭ জ্বালানীর পরিমাণ, বিটিইউর পরিমাণ এবং ব্যবহৃত প্রত্যেক প্রকার জ্বালানীর মূল্যের রেকর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পৃথকভাবে রাখিতে হইবে।

২.৪.১.৮ লাইসেন্সধারীগণ নিয়মিতভাবে মজুদ জ্বালানী যথা-কয়লা, জ্বালানী তৈল ইনভেন্টরী করিবে এবং যদি ক্রয় তালিকার রেকর্ড বাস্তব ইনভেন্টরী অপেক্ষা বেশী হয় তবে বাস্তব ইনভেন্টরীর পরিমাণের ভিত্তিতে ফুয়েল কস্ট রিকভারী চার্জ হ্রাস করিতে হইবে।

২.৪.২ হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কস্ট এবং খরচের জন্য নিম্নরূপ উপ-হিসাব ব্যবহৃত হইবে। যে সব কস্ট ফুয়েল কস্ট রিকভারী খাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তাহা সার্ভিস ট্যারিফ রেটে পরিচালন খরচ হিসাবে বিবেচিত হইবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কর্মচারী বা বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স কন্ট্রাক্ট সার্ভিস সংক্রান্ত খরচগুলো এইখাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৪.২.১ শ্রম সংক্রান্ত খরচ

২.৪.২.১.১ সকল জ্বালানী নিয়মিত বিশ্লেষণকরণ।

২.৪.২.১.২ জাহাজ হইতে মালামাল খালাসকরণ এবং গুদামজাতকরণ।

২.৪.২.১.৩ গুদামজাত অবস্থায় জ্বালানী স্থান পরিবর্তন এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরকরণ।

২.৪.২.১.৪ গুদাম অথবা জাহাজ হইতে ফার্স্ট বাংকার, হপার, বাকেট, ট্যাংক অথবা বয়লার হাউজের হোল্ডার পর্যন্ত হ্যান্ডলিং।

২.৪.২.১.৫ শুধুমাত্র জ্বালানী পরিবহনের কাজে নিয়োজিত মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট, যেমন ঃ লোকোমোটিভ, ট্রাক, মোটর গাড়ী, নৌকা, বার্জ, ক্রেন ইত্যাদির পরিচালন খরচ।

২.৪.২.২ মালামাল এবং খরচ সংক্রান্ত

২.৪.২.২.১ গ্রহণের স্থান হইতে খালাসকরণ স্থান পর্যন্ত জ্বালানী পরিবহনে ব্যবহৃত লাইসেন্সীর নিজস্ব পরিবহন ইকুইপমেন্টের পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবচয় খরচ।

২.৪.২.২.২ গ্রহণের স্থান হইতে খালাসকরণ স্থানে মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্টের লীজ অথবা ভাড়াভিত্তিক খরচ।

২.৪.২.২.৩ ফ্রেইট, সুইচিং, ডেমারেজ এবং অন্যান্য পরিবহন খরচসহ জ্বালানী মূল্য।

২.৪.২.২.৪ বিভিন্ন ধরণের ট্যাক্স, ভ্যাট, ইনস্যুরেন্স, পারচেজ কমিশন এবং অনুরূপ আইটেমসমূহ।

২.৪.২.২.৫ জ্বালানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্টোরের খরচ।

২.৪.২.২.৬ স্টোরেজ অবস্থায় জ্বালানী পরিবহন এবং অন্যান্য খরচ।

২.৪.২.২.৭ টুলস, লুব্রিকেন্টস এবং অন্যান্য মালামাল।

২.৪.২.২.৮ মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট পরিচালনে ব্যবহৃত মালামাল।

২.৪.২.২.৯ মালামালের রেসিডুয়াল অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাদ দিয়া মালামালের ডিসপোজাল সংক্রান্ত খরচ।

২.৪.২.৩ যে সকল খরচ ফুয়েল কস্ট রিকভারি ফ্যাক্টরে অন্তর্ভুক্ত হইবে, পরিচালন ব্যয় হিসাবে সেইগুলি সার্ভিস ট্যারিফ রেটে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কর্মচারী বা বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স কন্ট্রাক্ট সংক্রান্ত খরচসমূহ এই খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২.৫ ফুয়েল কস্ট রিকভারি রেটে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দিলে লাইসেন্সী কমিশনের নিকট ষান্মাসিক ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে যাহাতে প্রকৃত বিদ্যু উৎপাদন, প্রকৃত জ্বালানী খরচ, প্রাক্কলিত জ্বালানী খরচ, বিলকৃত জ্বালানীর পরিমাণ, প্রকৃত গ্রহণকৃত জ্বালানীর পরিমাণ, মাসিক রাজস্ব পার্থক্য এবং পুঞ্জীভূত পার্থক্য উল্লেখ থাকিবে। প্রতি বৎসর ১ সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ববর্তী জানুয়ারী-জুন মাসের প্রতিবেদন এবং ১ মার্চ তারিখে পূর্ববর্তী জুলাই-ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে হইবে। কমিশন এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিবে এবং কমিশনের নিকট যাহা যথার্থ মনে হইবে

সেইরূপ নির্দেশ দিবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর হীট রেট ও সার্বিক দক্ষতার মান অনুসারে কমিশন আদায়যোগ্য ফুয়েল চার্জের আবেদন প্রত্যাখান/সমন্বয় করার এখতিয়ার সংরক্ষণ করে।

২.৬ ভোক্তাদের জন্য একটি সুস্থিত (Stable) ফুয়েল কস্ট এর ধারা বজায় রাখার জন্য এই মেথডোলজীতে বৎসরে ২ (দুই) বার ফুয়েল কস্ট সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তবে, যদি ৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই ফুয়েল কস্টের মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তন হয়, সেইক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সুবিধার্থে অন্তর্বর্তীকালীন বা জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে ফুয়েল কস্ট সমন্বয় করা যাইতে পারে। ফলে গ্রাহকের উপর এককালীন বাড়তি রেট বৃদ্ধির বোঝা এবং লাইসেন্সীরও এই খরচের বোঝা বহনের দায় লাঘব হইবে। যদি ফুয়েল কস্টের বৃদ্ধি ১০% এর উপরে হয় তবে লাইসেন্সী উপধারা ২.৫ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সমন্বয়ের জন্য আবেদন করিতে পারে। কমিশন যদি লাইসেন্সীর আবেদন অনুমোদন করে সেইক্ষেত্রে অর্থ বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ফুয়েল কস্ট এর বিলিং রেট নির্ধারণ করিয়া দিবে। কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশন এই আবেদন নাকচও করিতে পারে।

২.৭ ফুয়েল কস্ট নির্ণয় পদ্ধতি

২.৭.১ কমিশন পৃথকভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফুয়েল কস্ট নির্ণয়ের জন্য হীট রেটের স্ট্যান্ডার্ড ও নির্ধারণ পদ্ধতি জারী করিবে।

২.৭.২ লাইসেন্সী প্রথমে হিসাবের তথ্য অনুযায়ী গড় ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট নির্ণয় করিবে। মোট খরচকে নীট জেনারেশন আওয়ার দিয়া ভাগ (÷) করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে হইবে।

২.৭.৩ অতঃপর লাইসেন্সী স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট প্লাস ১০% এই ভিত্তিতে গড় ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট নির্ণয় করিয়া কমিশনে পেশ করিবে।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি কমিশন অনুমোদিত হীট রেট ৭,২০০ বিটিইউ/কিঃওঃঘঃ হয়, তবে লাইসেন্সী ৭,৯২০ বিটিইউ/কিঃওঃঘঃ ধরিয়া গড় ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট নিম্নোক্ত সূত্রে নির্ণয় করিবে ঃ

মূল্য প্রতি কিঃওঃঘঃ = (এইচআর X জিপি) ÷ (১,০০০ X এইচভি)

যেখানে,

এইচআর = হীট রেট (বিটিইউ/ কিঃওঃঘঃ)

জিপি = প্রতি এমসিএফ গ্যাসের গড় মূল্য

এইচভি = সরবরাহকৃত কমবাশ্চন ফুয়েল-এর বিটিইউ কনটেন্ট (BTU Content)

জ্বালানী সরবরাহকারী সময়ে সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে এইচভি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

২.৭.৪ একই প্রক্রিয়ায় লাইসেন্সী স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট মাইনাস ১০% এর ভিত্তিতে গড় ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট নির্ধারণ করিয়া কমিশনে পেশ করিবে। এইক্ষেত্রেও যদি কমিশনের অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট ৭,২০০ বিটিইউ/কিঃওঃঘঃ হয়, তবে লাইসেন্সী ৬,৪৮০ বিটিইউ/কিঃওঃঘঃ হীট রিকভারী হারে নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করিবে।

মূল্য প্রতি কিঃওঃঘঃ = (এইচআর X জিপি) ÷ (১,০০০ X এইচভি)

২.৭.৫ কমিশন উপ-ধারা ২.৭.৩ ও ২.৭.৪ অনুযায়ী রেট নির্ধারণের ২ (দুই) টি আঙ্গিকে লাইসেন্সী কর্তৃক উপ-ধারা ২.৭.২ এর আলোকে প্রস্তাবিত রেট নির্ধারণ পর্যালোচনা করিবে।

২.৭.৫.১ প্রস্তাবিত রেট নির্ধারণ যদি উপরোক্ত ২ (দুই) টি মাত্রার মধ্যে থাকে তবে কমিশন উহা অনুমোদন করিতে পারে।

২.৭.৫.২ উপ-ধারা ২.৭.২ এর হার যদি উপ-ধারা ২.৭.৩ এর হার অপেক্ষা বেশী হয় তবে উপ-ধারা ২.৭.৩ এ বর্ণিত হার গ্রাহকের নিকট দাবীযোগ্য হইবে। কোন লাইসেন্সীর অদক্ষতাজনিত কারণে জ্বালানী খরচ কমিশন অনুমোদিত হীট রেট প্লাস ১০% মাত্রার অধিক হইলে জ্বালানী খরচ গ্রাহক নিকট দাবীর জন্য বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

২.৭.৫.৩ উপ-ধারা ২.৭.২ এর হার যদি উপ-ধারা ২.৭.৪ এর হার অপেক্ষা কম হয় তবে উপ-ধারা ২.৭.৪ এ বর্ণিত হার গ্রাহকের নিকট দাবীযোগ্য হইবে। জ্বালানী খরচ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট মাইনাস ১০% অপেক্ষা কম হইলে ১০% মাত্রার নীচে দক্ষতাজনিত সাশ্রয়কৃত জ্বালানী খরচ লাইসেন্সীর অনুকূলে থাকিবে।

২.৭.৬ বিগত ৬ (ছয়) মাসের জ্বালানী খরচের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট নির্ধারণ করিয়া চলতি সময়ের জন্য ইহা প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে প্রতি ৬ (ছয়) মাসেই স্ট্যান্ডার্ড ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট অনুযায়ী ধার্যকৃত অংকের সাথে বাস্তব খরচের কিছু কম/বেশী হইবে, যাহা পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

৩. সার্ভিস ট্যারিফ রেট

৩.১ সারসংক্ষেপ

৩.১.১ সার্ভিস ট্যারিফ রেট এর উদ্দেশ্য এমন একটি ট্যারিফ রেট প্রতিষ্ঠা করা যাহা ভোক্তা পর্যায়ে কম খরচে সেবা প্রদানে সহায়তা করিবে এবং লাইসেন্সীদেরও সকল পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করিয়া পর্যাপ্ত রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে, সিস্টেম পরিচালনায় ক্রমাগত উন্নয়ন এবং মূলধন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবে ।

৩.১.২ সার্ভিস ট্যারিফ রেট নির্ধারণে প্রথম পদক্ষেপ হইল টেস্ট ইয়ার প্রতিষ্ঠা করা। ইহা একটি মান প্রমিতকরণ সময় (Standardized Period)। এই সময়ের উপর ভিত্তি করিয়া আবেদনকারী ট্যারিফ রেটের জন্য তাহার তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিবে। টেস্ট ইয়ারের জন্য তৈরীকৃত ডেটার ভিত্তিতেই কমিশনের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৩.১.২.১ **টেস্ট ইয়ার**

৩.১.২.১.১ টেস্ট ইয়ার হইল অব্যাহতভাবে ১২ (বার) মাসব্যাপী সময়ের পূর্ণাঙ্গ ডেটা সম্বলিত একটি বৎসর। ১২ (বার) মাসের এই ডেটা কমিশন আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিবে যাহা রেট নির্ধারণ ও ইহার যৌক্তিকতা স্থাপনে সহায়ক হইবে। কমিশন এইভাবে ইহার নিকট উপস্থাপিত আবেদনে রেট নির্ধারণের জন্য সাম্প্রতিকতম জুনে সমাপ্ত বৎসরকে টেস্ট ইয়ার স্থির করিবে। নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন সিস্টেমের ক্ষেত্রে কোন পরিচালন ইতিহাস না থাকিলে সেইক্ষেত্রে কমিশন একটি অর্থ বৎসরের সর্বোত্তম আনুমানিক হিসাবকে বিবেচনা করিবে।

৩.২ রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট

৩.২.১ সারসংক্ষেপ

৩.২.১.১ রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট সেই পরিমাণ রেভিনিউ যাহা লাইসেন্সীর মূলধনী খরচ এবং পরিচালনগত খরচের সংস্থান করে। মূলত এই খরচ হইতেছে ভোক্তাকে সার্ভিস প্রদানের খরচ। আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ডেটার ভিত্তিতেই কমিশন ইহা নিরূপণ করিবে। এই রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা সেই পরিমাণ রাজস্ব যাহা লাইসেন্সী উহার পরিচালন চলাকালে আয় করিবে বলিয়া কমিশন বিশ্বাস করে। তবে, এই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিশ্চয়তা দেয় না যে লাইসেন্সী এই পরিমাণ আয় করিবেই, কেবল মাত্র এই পরিমাণ রাজস্ব আয় করার সুযোগ আছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অথবা এমনকি ইহা অতিক্রমণের সামর্থ্য লাইসেন্সীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করিবে।

মোট বার্ষিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট = রিটার্ন অন রেট বেজ + মোট খরচ।

৩.২.২ **রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং এ্যাসেটস**

৩.২.২.১ সারসংক্ষেপ

৩.২.২.১.১ ট্যারিফ রেট ডিজাইনে ২ (দুই) টি গুরুত্বপূর্ণ কস্ট ফ্যাক্টর হইল রেট বেজ বা কোয়ালিফাইং এ্যাসেট এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ।

৩.২.২.১.২ রেট বেজ হইল কমিশন কর্তৃক ব্যবহৃত ভিত্তি যাহা লাইসেন্সীর মুনাফা অথবা রিটার্ন প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হইবে। মূলতঃ সম্পদের উপর রিটার্ন নির্ণয়ে রেট বেজ ব্যবহার করা হয়। ট্যারিফ রেট ডিজাইনের জন্য উহার প্রতিষ্ঠিত মান (মূল্য) হইল এ্যাসেটের নীট বুক ভ্যাল্যু + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টে রিটার্ন শতকরা হারে প্রকাশ করিতে হইবে যাহা রেট বেজ টাকা মূল্যের গুণিতক।

রেট বেজ = ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদ + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল।

রিটার্ন অন রেট বেজ = রেট বেজ X রেট অব রিটার্ন।

৩.২.২.২ **ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদ (Used & Usefull Assets)**

৩.২.২.২.১ ট্যারিফ রেট অথবা ট্যারিফ রেট এর শর্তাবলী পরিবর্তনের আবেদনের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সী অবশ্যই একটি সিডিউল পেশ করিবে যাহাতে সম্পদের প্রকৃত আহরণ খরচ, পুঞ্জীভূত অবচয়, পুঞ্জীভূত অবচয় বাদে সম্পদের নীট মূল্য ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে। ট্যারিফ রেট আবেদনে টেস্ট ইয়ারে চলতি বৎসরের অবচয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.২.২.২ বাস্তবে বিদ্যমান যেই সমস্ত সম্পদ যাহা ভোক্তাদের সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার অথবা ব্যবহার উপযোগী হইবে সেইগুলিই হিসাবে লওয়া হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন লাইসেন্সীর অন্যান্য ব্যবসা থাকে, যেমন- রেডিমেড গুড্‌স ফ্যাক্টরী, লাইসেন্সীর রিটার্ন হিসাব নির্ণয়ে রেডিমেড গুড্‌স ফ্যাক্টরীর সম্পদ রেট বেজ এর অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

৩.২.২.২.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর বাস্তবে বিদ্যমান সম্পদ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে- ইনট্যানজিবল প্লান্ট, প্রডাকশন প্লান্ট এবং জেনারেল প্লান্ট।

৩.২.২.২.৩.১ সংক্ষেপে, ইনট্যানজিবল প্লান্টে সংগঠন খরচ, বিশেষ অধিকার ও অনুমতি গ্রহণ ব্যয় এবং বিবিধ ইনট্যানজিবল প্লান্ট অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.২.২.৩.২ প্রডাকশন প্লান্ট এ অন্তর্ভুক্ত হইবে ভূমি এবং ভূমি অধিকার, অবকাঠামো এবং উহার উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্ট এবং বিবিধ পাওয়ার প্লান্ট ও সরঞ্জাম। স্টীম প্রডাকশন প্লান্টে অতিরিক্ত হিসাবে থাকিবে বয়লার প্লান্ট ইকুইপমেন্ট, ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিন চালিত জেনারেটর এবং টারবো জেনারেটর ইউনিট। হাইড্রোইলেকট্রিক প্লান্টে জলাধার, ড্যাম, ওয়াটারওয়েজ, ওয়াটারহুইল, টারবাইন ও জেনারেটর এবং সড়ক, রেলপথ ও সেতুসমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে। সোলার থারমাল প্রডাকশন ইউনিটে কনসেনট্রেটেড কালেকটর, সোলার রেডিয়েশন মনিটরিং ইকুইপমেন্ট, ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনচালিত জেনারেটর এবং টারবো জেনারেটর ইউনিট অন্তর্ভুক্ত হইবে। সোলার ফটোভোল্টেইক প্রডাকশন ইউনিটে ফটোভোল্টেইক প্যানেল, মাউন্টিং র‍্যাক, সোলার রেডিয়েশন মনিটরিং ইকুইপমেন্ট, সিস্টেম ইকুইপমেন্টের ব্যালেন্সিং এবং এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইসসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে। উইন্ড প্রডাকশন ইউনিটে উইন্ড পাওয়ারড জেনারেটর, টাওয়ার, উইন্ড মনিটরিং ইকুইপমেন্ট, সিস্টেম ইকুইপমেন্টের ব্যালেন্সিং, এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইসসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে। অন্যান্য প্রডাকশন ইউনিটে ফুয়েল হোল্ডার প্রডিউসার এবং এ্যাকসেসরিজ প্রাইম মুভার এবং জেনারেটরসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.২.২.৩.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টে ভূমি এবং ভূমি অধিকার, অবকাঠামো ও উহার উন্নয়ন, অফিস ফার্নিচার এবং সরঞ্জাম, স্টোর ইকুইপমেন্ট, টুলস শপ এবং গ্যারেজ ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট, বিদ্যুৎচালিত ইকুইপমেন্ট, কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট, বিবিধ ইকুইপমেন্ট এবং অন্যান্য ট্যানজিবল সম্পত্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

৩.২.২.২.৪ ট্যারিফ রেট প্রতিষ্ঠায় সম্পদ মূল্যায়নে মূল খরচে নতুন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হইবে যখন সেইগুলি ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য হয়। যদি দুই অথবা ততোধিক ইউনিট নিয়া গঠিত হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট অথবা স্টীম স্টেশন ভিন্ন ভিন্ন তারিখে স্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়, তবে যে সকল খরচ উভয় ইউনিটের জন্য এবং প্রজেক্টের সার্বিক পরিচালনের জন্য প্রযোজ্য সেইগুলি ইলেকট্রিক প্লান্ট ইন সার্ভিস হিসাবে গণ্য হইবে। তবে প্রথম ইউনিট সমাপ্তি এবং চালুর পরই কেবল তাহা বিবেচিত হইবে। কিন্তু নূতন বিদুৎ উৎপাদন প্লান্টে প্রাথমিক অবস্থায় চালুর ক্ষেত্রে ব্যবহার হইয়াছিল বা হয় এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হইবে। ট্যারিফ রেটের অংশ হিসাবে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রত্যায়িত সম্পদের মূল্য কমিশন কর্তৃক যাচাইপূর্বক গ্রহণ করা হইবে। পরবর্তীতে ট্যারিফ রেট রিভিউয়ে কমিশন মূল্যায়নসমূহ পরীক্ষা করিবে এবং পর্যায়ক্রমে লাইসেন্সীর ট্যারিফ রেটে সমন্বয় করিবে।

৩.২.২.২.৫ ট্যারিফ রেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন লাইসেন্সীর সম্পদের অবচয় নির্ণয়ের জন্য স্ট্রেইট লাইন অবচয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে। সম্পদের ব্যবহার্য অথবা সার্ভিস লাইফ বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং কমিশন কর্তৃক স্থিরীকৃত সিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা যাইতে পারে। কমিশন পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অবচয় সিডিউল জারী করিবে।

৩.২.২.২.৫.১ অবচয় একটি প্রক্রিয়া যাহা অবচয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যকে নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যু সমন্বয় সাপেক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে এবং যুক্তিসহকারে সম্পদের সাধারণ ব্যবহার্য আয়ুষ্কালে বন্টন করে।

৩.২.২.২.৫.২ চলতি সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যাল্যুর উপর স্থিরীকৃত অবচয় খরচ হিসাবে যোগ হইবে এবং ইহা পুণর্মূল্যায়নের বিষয় নয় যাহা সম্পদ মূল্যায়নে পরবর্তী যে কোন সংশোধনীর উপর নির্ভর করিবে।

৩.২.২.২.৫.৩ সম্পদের সংযোজন ও ক্ষমতাবর্ধন (Addition & Improvement) ব্যয়ের প্রকৃত খরচ সংশ্লিষ্ট প্লান্টের মূল্যের সহিত যুক্ত হইবে। প্লান্টের স্বাভাবিক কর্মকাল শেষ হইবার পর নীট স্যালভেজ ভ্যাল্যু ব্যতীত পুঞ্জীভূত অবচয় রিজার্ভের বিপরীতে উহার প্রকৃতমূল্য সমন্বয় করিতে হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত খরচ এবং ক্ষুদ্র আইটেমের পরিবর্তনজনিত খরচ পরিচালন ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.২.২.৩ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল

৩.২.২.৩.১ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল রেট বেজ এর শেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লাইসেন্সীর ট্যারিফ রেট ডিজাইনে সাধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের তুলনায় রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর ভিন্ন অর্থ আছে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল লাইসেন্সীর দৈনন্দিন পরিচালন খরচ অর্থায়নের পরিমাপ এবং প্লান্ট বহির্ভূত বিভিন্ন বিনিয়োগ যা লাইসেন্সীর চলমান কার্যাবলীকে টিকাইয়া রাখার জন্য জরুরী। একটি টেস্ট ইয়ারের পরিচালন খরচ অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা জানার জন্য ট্যারিফ রেট প্রতিষ্ঠায় রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বিবেচনা করা হয়। মূলত ইহা লাইসেন্সীর মাসিক পরিচালন তহবিল যাহার প্রয়োজনীয়তা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকিবে।

৩.২.২.৩.২ ইহা নগদ কার্যকরী মূলধন (ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল), ফুয়েল ইনভেন্টরী, ম্যাটেরিয়ালস ও সাপ্লাইজ ইনভেন্টরী এবং প্রদত্ত অগ্রীম সমন্বয়ে গঠিত। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল + ফুয়েল ইনভেন্টরী + ম্যাটেরিয়ালস ও সাপ্লাইজ ইনভেন্টরী + প্রি-পেমেন্ট।

৩.২.২.৩.২.১ **ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল**

৩.২.২.৩.২.১.১ লাইসেন্সীর ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল, পরিচালন ব্যয় পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, ক্যাশ ব্যালেন্সের ঘাটতি নির্বাহ এবং সার্ভিসের জন্য খরচ ও সার্ভিস হইতে প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান।

৩.২.২.৩.২.১.২ লাইসেন্সীর জন্য ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হইল ১ (এক) বৎসরে পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচের ১/৬ অংশ। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এই হিসাব সার্ভিস হইতে প্রাপ্তির পূর্বেই সার্ভিসের জন্য খরচের প্রয়োজনীয়তার গড় হিসাবে নির্ণয় করা হয়।

ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল = (বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়) ÷৬।

৩.২.২.৩.২.২ **ফুয়েল ইনভেন্টরী**

৩.২.২.৩.২.২.১ বাৎসরিক ব্যবহারের গড় ফুয়েল ইনভেন্টরী ব্যালেন্সকে বুঝাইবে। ইহা হইল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট সাইটে মজুদকৃত ফুয়েল; যেমন - কয়লা। প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা হাইড্রোইলেকট্রিক ফুয়েলের ক্ষেত্রে ফুয়েল ইনভেন্টরী বিবেচনা করা হইবে না। ফুয়েল ইনভেন্টরী ব্যালেন্স টেস্ট ইয়ারের তথ্যের উপর প্রকৃত ক্রয় মূল্যে হিসাব করা হয়। ২ (দুই) মাস সময়ের গড়মূল্য হিসাবের জন্য ১২ (বার) মাসের ফুয়েল ইনভেন্টরীকে ৬ (ছয়) দিয়া ভাগ করা হয়। ২ (দুই) মাস সময়ের গড় মূল্যই ফুয়েল ইনভেন্টরী হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

ফুয়েল ইনভেন্টরী = ১২ মাসের ফুয়েল ইনভেন্টরীর যোগফল÷৬।

৩.২.২.৩.২.৩ **ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ ইনভেন্টরী**

৩.২.২.৩.২.৩.১ ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ হইল লাইসেন্সীর সার্ভিস প্রদানে দৈনন্দিন চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ এর ইনভেন্টরী ভ্যাল্যু। টেস্ট ইয়ারের ১২ (বার) মাসের গড় ব্যবহারকে রেভিনিউ ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে বিবেচিত হইবে।

৩.২.২.৩.২.৩.২ ট্যারিফ রেট সেটিং এর জন্য ম্যাটেরিয়াল এবং সাপ্লাইজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্মাণ।

ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ ইনভেন্টরী= ১২ মাসের ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ ভ্যাল্যু ÷ ১২।

৩.২.২.৩.২.৪ **প্রি-পেমেন্ট**

৩.২.২.৩.২.৪.১ প্রি-পেমেন্ট হইল যাহা ব্যবহারের পূর্বেই পরিশোধ করা হয়, যেমন- ভাড়া, ইনস্যুরেন্স এবং ট্যাক্সসমূহ। সাধারণত, ফুয়েল ইনভেন্টরী এবং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাইজ ইনভেন্টরীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহা নির্ণয় করা হয়।

৩.২.২.৩.২.৪.২ গড় মাসিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিক টেস্ট ইয়ারের তথ্য বিবেচনা করিতে হইবে। অগ্রীম প্রদত্ত আইটেম যেইগুলি দীর্ঘ সময়ব্যাপী পূর্ব পরিশোধিত হইয়াছে সেই ব্যালেন্সগুলি যোগ করিতে হইবে এবং তারপর ইহাকে টেস্ট ইয়ারের জন্য গড় করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, টেস্ট ইয়ার চলাকালীন যদি ৩ (তিন) বৎসরের জন্য ইনস্যুরেন্স পূর্ব পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে মোট পরিমাণকে ৩ (তিন) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া ভাগফল ট্যারিফ রেট নির্ধারণের জন্য বাৎসরিক অগ্রীম প্রদান খাতে যোগ করিতে হইবে। মাসিক গড় ভ্যাল্যু প্রণয়নে এই পরিমাণকে ১২ (বার) দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া প্রদত্ত অগ্রীমকে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩.২.২.৩.২.৪.৩ অগ্রীম আয়কর রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমদানীকৃত আইটেমের চালান মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে অগ্রীম আয়কর ধার্য করা হয় এবং ত্রৈমাসিক প্রাক্কলনের উপর নিয়মিত সমন্বয় করিয়া ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারকে প্রদান করা হয়। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর অগ্রীম পরিশোধিত আয়করের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে। রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লাইসেন্সীগণ টেস্ট ইয়ারে পরিশোধিত অগ্রীম আয়করের ১/১২ অংশ যোগ করিবে।

প্রি-পেমেন্ট = গড় বাৎসরিক প্রি-পেমেন্ট ÷ ১২।

৩.২.২.৩.২.৪.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর একটি নমুনা—

ক্যাশ অংশ (জ্বালানী ব্যতীত পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচের ১/৬ অংশ)	২,৫৮৬,৩৬০,০০০ টাকা
ফসিল ফুয়েল ইনভেন্টরী (কয়লা)	৩,৫৮০,৭৪০,০০০ টাকা
ম্যাটেরিয়ালস এবং সাপ্লাইজ	২,১২২,১৪০,০০০ টাকা
প্রি-পেমেন্ট	৪৫,০০০,০০০ টাকা
মোট রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঃ	৮,৩৩৪,২৪০,০০০ টাকা

৩.২.৩ রিটার্ন অন এ্যাসেটস

৩.২.৩.১ লাইসেন্সী দক্ষতার সহিত তদারকি এবং পরিচালনা করার স্বার্থে কোয়ালিফাইং রেট বেজ এ্যাসেট এর রিটার্ন প্রাপ্য হইবে।

৩.২.৩.২ কোয়ালিফাইং এ্যাসেট (রেট বেজ)-এর উপর রিটার্ন হইল সেই পরিমাণ রিটার্ন যাহা ট্যারিফ রেটে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যাহা সম্পদ হইতে লাইসেন্সীর আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই অর্থ দ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান এবং কোম্পানীর অর্থ উপার্জন অব্যাহত রাখা হয়। সরকারী মালিকানাধীন ইউটিলিটিসমূহের ক্ষেত্রে রিটেইন্ড আরনিং (Retained Earning) এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩.২.৩.৩ লাইসেন্সী ট্যারিফ রেটের মাধ্যমে কোয়ালিফাইং রেট বেজ এ্যাসেট এর উপর রিটার্ন প্রাপ্য হয়। ট্যারিফের মধ্যে রিটার্নের পরিমাণ নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করিতে হইবে ঃ

রিটার্নের পরিমাণ = কোয়ালিফাইং রেট বেজ এ্যাসেট X রিটার্নের হার।

মূলত ইহা খরচের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় যাহা কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত এবং লাইসেন্সীর ট্যারিফ রেট নিরূপণে মোট রাজস্বের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সম্পদের এই রিটার্ন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা বা নীট আয় হিসাবের জন্য অনুসৃত স্ট্যান্ডার্ড এ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টের অনুরূপ নয় এবং ইহার ইন্টারনাল রেট অব রিটার্নের মত পূর্ব-অনুমিত টুলস অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্যপোযোগী ভিত্তি আছে। ঋণ সংক্রান্ত খরচ মিটানো এবং স্টক ইক্যুয়িটির উপর আয় অর্জন করিতে রেগুলেটরী রেট অব রিটার্নের প্রয়োগ করা হয়। একটি যুক্তিসংগত রেট অব রিটার্ন পাওয়ার জন্য রেগুলেটরী রেট অব রিটার্ন ডিজাইন করা হয়। কিন্তু ইহা পূর্বস্থিরীকৃত রাজস্বের কোন নিশ্চয়তা দেয় না। লাইসেন্সী পূর্ব নির্ধারিত আয় অপেক্ষা কম বা বেশী রাজস্ব আয় করিতে

পারে। লাইসেন্সী অতিরিক্ত আয় রাখিতে পারিবে তবে, ভবিষ্যতে ট্যারিফ ঘাটতি পূরণের জন্য লাইসেন্সীকে কমিশন কোন নিশ্চয়তা প্রদান করিবে না। একটি যুক্তিসংগত রিটার্ন বিনিয়োগকারীর নিকট আকর্ষণীয় হইবে, দক্ষ ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ যোগাইবে, বিনিয়োগকারীকে সুবিচারের নিশ্চয়তা দিবে এবং গ্রাহককে ধারাবাহিক ও পূর্ব-অনুমিত রেট লেভেল প্রদান করিবে।

৩.২.৩.৪ সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য লাইসেন্সীর কোয়ালিফাইং এ্যাসেটে প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালসহ ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদের নীট বুক ভ্যাল্যুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নীট বুক ভ্যাল্যু = ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য অরিজিনাল এ্যাসেট ভ্যাল্যু – পুঞ্জীভূত অবচয়।

কোয়ালিফাইং এ্যাসেটস = এ্যাসেটের নীট বুক ভ্যাল্যু + রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল।

৩.২.৩.৫ **ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন**

ট্যারিফ আবেদন প্রক্রিয়ায় রেগুলেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

লাইসেন্সীর কোয়ালিফাইং এ্যাসেটের উপর রেট অব রিটার্ন ওয়েটেড এ্যাভারেজ কস্ট অব ক্যাপিটাল এর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে হিসাব করিতে হইবে ঃ

$$\text{রেট অব রিটার্ণ} = \frac{\{(\text{ইক্যুয়িটি ক্যাপিটাল} \times \text{ইক্যুয়িটি রেট}) + (\text{ডেট ক্যাপিটাল} \times \text{ডেট রেট})\}}{(\text{ইক্যুয়িটি ক্যাপিটাল} + \text{ডেট ক্যাপিটাল})}$$

৩.২.৩.৫.১ **রিটার্ন অন ইক্যুয়িটি**

৩.২.৩.৫.১.১ রিটার্ন অন ইক্যুয়িটি বলিতে দেশে বিদ্যমান অন্য কোন তুলনীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিয়া তাহার উপর প্রত্যাশিত রিটার্নের হারকে বুঝায়।

৩.২.৩.৫.১.২ রিটার্ন অন ইক্যুয়িটি নির্ণয়ে কমিশনের অগ্রাধিকার হইল ক্যাপিটাল এ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM) পদ্ধতি। ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুয়িটি মূল্য হইল ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ন এবং বিনিয়োগকারীকে মার্কেট রিস্কের (Market Risk) ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত রিটার্নের যোগফল।

৩.২.৩.৫.১.৩ ট্যারিফ রেট পরিবর্তন আবেদনের জন্য লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইল ইক্যুয়িটির উপর রেট অব রিটার্ন সুপারিশ করা এবং সেই পরিবর্তনের যথার্থতা প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করা। কমিশনের বিশ্লেষণ এবং গণ শুনানীর সকল সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনাপূর্বক কমিশন ট্যারিফ রেট নির্ধারণ করিবে।

৩.২.৩.৫.১.৪ ইক্যুয়িটির উপর রেট অব রিটার্ন নির্ধারণে অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ হইল ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো, রিস্ক প্রিমিয়াম এ্যাপ্রোচ এবং কমপেয়ার‍্যাবল আর্নিং এ্যাপ্রোচ।

৩.২.৩.৫.১.৪.১ ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো হইল, ভবিষ্যতে কোন স্টকের (শেয়ারের) যে মূল্য পাওয়া যাইবে তাহার বর্তমান মূল্যমান। এই পদ্ধতি প্রয়োগে জটিলতা হইল বিনিয়োগকারকের একটি প্রত্যাশিত মূল্য নির্দিষ্ট করিতে হয়। যদি, লাইসেন্সীর স্টক শেয়ার মার্কেটে কেনা-বেচা না হয় অথবা নতুন করিয়া কেনা-বেচা হয় তখন ইহা অত্যন্ত বিষয়কেন্দ্রীক (সাবজেক্টিভ) সিদ্ধান্ত হইয়া যায়।

৩.২.৩.৫.১.৪.২ রিস্ক প্রিমিয়াম পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইক্যুয়িটির রেট অব রিটার্ন ঋণের রেট অব রিটার্ন অপেক্ষা কিছুটা বেশী। ইক্যুয়িটির মূল্য হইল দীর্ঘমেয়াদি ডেট কস্ট এবং রিস্ক প্রিমিয়ামের যোগফল। রিস্ক প্রিমিয়াম নির্ধারণ ঐতিহাসিক স্টক তথ্যের উপর নির্ভর করে।

৩.২.৩.৫.১.৪.৩ কমপেয়ার‍্যাবল আর্নিং এ্যাপ্রোচ অন্য লাইসেন্সীর নিকট হইতে গ্রুপভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ করা এবং ইক্যুয়িটির রিটার্নের উপর একটি যৌগিক রেট প্রণয়ন করিয়া লাইসেন্সী কর্তৃক প্রস্তাব পেশ করা। এইক্ষেত্রে ট্যারিফ রেট প্রসেসিং এবং এর ফলাফল রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩.২.৩.৫.১.৫ কমিশন কোন ট্যারিফ আবেদন বিবেচনা করিতে এই সকল পদ্ধতিই প্রয়োগ করিবে। তবে ঝুঁকিমুক্ত রেট অব রিটার্ন এবং মার্কেট রিস্কের বিবেচনায় সিএপিএম এর ন্যায় পদ্ধতিকে অধিক গুরুত্ব দিবে। ট্যারিফ রেট প্রতিষ্ঠায় বিষয়াদি প্রমাণ করার দায়িত্ব লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।

৩.২.৩.৫.১.৬ সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন লাইসেন্সীদের ক্ষেত্রে লাইসেন্সীর কস্ট অব ক্যাপিটাল সরকারের কস্ট অব ক্যাপিটালের সমান হইবে। ট্যারিফ রেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, সেন্ট্রাল ব্যাংক অকশন অনুসারে

সর্বশেষ ২ (দুই) বৎসর ব্যাপী বাংলাদেশ ট্রেজারী বিলের অকশন রেট ব্যবহার করা হইবে। লাইসেন্সী কর্তৃক উপযুক্ত এবং অনুমোদিত সুপারিশ না থাকিলে কমিশন শুধু ২ (দুই) বৎসরব্যাপী সর্বশেষ ট্রেজারী বিল অকশন রেট টেস্ট ইয়ারের জন্য গ্রহণ করিবে। যদি টেস্ট ইয়ার চলাকালীন কোন অকশন না ঘটিয়া থাকে, তবে টেস্ট ইয়ারের পূর্বে সর্বশেষ এই জাতীয় অকশনের যে রেট বিদ্যমান ছিল তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

৩.২.৩.৫.১.৭ ট্যারিফ রেট পরিবর্তন আবেদনের জন্য লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইল ইক্যুয়িটির উপর রেট অব রিটার্ন সুপারিশ করা এবং সেই ট্যারিফ রেট যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ যোগানো। কমিশনের বিশ্লেষণ এবং গণশুনানীর সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনাপূর্বক কমিশন ট্যারিফ রেট নির্ধারণ করিবে।

৩.২.৩.৫.২ রিটার্ন অন ডেট

$$\text{ঋণের হার\%} = \frac{\{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \text{ঋণের হার}) + (\text{প্রেফার্ড স্টক} \times \text{লভ্যাংশের হার})\}}{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} + \text{প্রেফার্ড স্টক})}$$

৩.২.৩.৫.২.১ যদি বিভিন্ন সুদের হারে বহুবিধ দীর্ঘ মেয়াদী ডেট ইন্সট্রুমেন্ট থাকে অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যমান ডিভিডেন্ড রেটে প্রেফার্ড স্টকের অনেকগুলি ইস্যু থাকে, তখন প্রত্যেক ক্যাটেগরীর জন্য অনুরূপ ওয়েটেড কস্ট হিসাব করিতে হইবে।

৩.২.৩.৫.২.২ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের হারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রয়োগকৃত ঋণের হার ব্যবহার করিবে, এমনকি ঋণটি যদি দাতাসংস্থার নিম্নতম হারেও পাওয়া যায়।

৩.২.৩.৫.২.৩ সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যাহারা প্রেফার্ড স্টক লভ্যাংশ প্রদান করে না, গড় দীর্ঘমেয়াদী ঋণের হিসাবের ভিত্তিতে ঋণের রিটার্ন হিসাব অসুবিধাজনক হয়, যদি না সরকার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে লাইসেন্সীকে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং সরকার প্রেফার্ড স্টক লভ্যাংশ গ্রহণ করে।

সরকারী মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে নির্ণয় পদ্ধতি হইবে ঃ

$$\text{ঋণের হার \%} = \frac{(\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ} \times \text{ঋণের হার})}{\text{দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ}}$$

যেহেতু লাইসেন্সীর বিভিন্ন পর্যায়ের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ভিন্ন ভিন্ন ডেট রেট থাকিবে, সেহেতু সকল ঋণের ওয়েটেড এভারেজ ঋণের হার তৈরী করিবে।

$$\text{ঋণের হার \%} = \frac{\{(২১,০০০,০০০,০০০ \times ০.০৫) + (৮,০০০,০০০ \times ০.০৭৬৫) + (২,০০০,০০০,০০০ \times ০.০৮)\}}{(২১,০০০,০০০,০০০ + ৮,০০০,০০০ + ২,০০০,০০০,০০০)}$$

$$= ০.০৬৫৭।$$

যেখানে মোট ঋণের ২১,০০০,০০০,০০০ টাকা ৫%; ৮,০০০,০০০ টাকা ৭.৬৫% এবং ২,০০০,০০০,০০০ টাকা ৮% সুদের হারে।

ওয়েটেড ডেট রেটের ফলাফল দাঁড়ায় ৬.৫৭%।

৩.২.৩.৫.২.৪ এই হিসাব প্রণয়নে ঋণের যে পরিমাণ ব্যবহার করা হইয়াছে তা ঋণের বকেয়া পরিমাণ, প্রকৃত ঋণের পরিমাণ নয়।

৩.২.৩.৫.২.৫ আবেদনকারী কোন লাইসেন্সীকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংক্ষিপ্ত চিত্র দিতে হইবে, যাহা দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃত ঋণের পরিমাণ, উৎস, তারিখ, ঋণের পুঞ্জীভূত পরিশোধের পরিমাণ, টেস্ট ইয়ারে যে ঋণ প্রযোজ্য ছিল, সুদের হার, টেস্ট ইয়ারে সুদের মূল ঋণ পরিশোধের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ।

৩.২.৩.৫.৩ ওভারঅল ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন

৩.২.৩.৫.৩.১ সরকারী বা বেসরকারী মালিকানা সংস্থায় ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন প্রণয়নে রেগুলেশনের ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন সংশ্লিষ্ট মৌলিক ফর্মূলা প্রযোজ্য হইবে।

$$\text{ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন} = \frac{\{(\text{ইক্যুয়িটি ক্যাপিটাল} \times \text{শতকরা ইক্যুয়িটি রেট}) + (\text{ডেট ক্যাপিটাল} \times \text{শতকরা ডেট রেট})\}}{(\text{ইক্যুয়িটি ক্যাপিটাল} + \text{ডেট ক্যাপিটাল})}$$

৩.২.৩.৫.৩.২ সরকারী মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত নমুনা হিসাব প্রযোজ্য হইবে।

$$\text{ট্যারিফ রেট অব রিটার্ন} = \frac{\{(৪,০০০,০০০,০০০ \times ০.০৬৭০) + (২৩,০০৮,০০০,০০০ \times ০.০৬৫৭)\}}{(৪,০০০,০০০,০০০ + ২৩,০০৮,০০০,০০০)}$$

$$= ০.০৬৫৯$$

অতএব এ্যাসেট বেজ প্রণয়নে রেট অব রিটার্ন ৬.৫৯% প্রয়োগ করিতে হইবে যাহা লাইসেন্সীর ওয়েটেড কস্ট অব ক্যাপিটাল হিসাবে গণ্য হইবে।

৩.২.৩.৫.৩.৩ এই রেট অব রিটার্ন লাইসেন্সীর কোম্পানীতে বিনিয়োগের উপর রিটার্ন অর্জনের একটি সুযোগ প্রদান করিবে। ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায় পরিশোধের সামর্থ্য যোগাইবে এবং নূতন মূলধন সংগ্রহে সহায়ক হইবে।

৩.২.৩.৫.৩.৪ কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর প্লান্টের বা প্লান্টগুলির নির্ভরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত ট্যারিফ রেট অনুমোদন করিতে পারে। কমিশন ইহার প্রজ্ঞাপিত ম্যানেজমেন্ট অডিট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ট্যারিফ রেট সমন্বয় করিবার ক্ষমতা রাখে।

৩.২.৪ মোট খরচ

৩.২.৪.১ সারসংক্ষেপ

৩.২.৪.১.১ মোট খরচ হইল লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ট্যারিফ রেট বৎসরে ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সম্পদের স্ট্রেইট লাইন ভিত্তিক অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশন) খরচ, ট্যাক্স এবং লাইসেন্সীর সিস্টেম পরিচালন সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচাদির যোগফল, যাহা নিম্নরূপ ঃ

মোট খরচ = পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ + অবচয় + আয়কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স।

৩.২.৪.১.২ বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং কমিশন কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত ইউনিফরম সিস্টেম অব এ্যাকাউন্টস এর উপর ভিত্তি করিয়া খরচাদি নির্ণীত হইবে।

৩.২.৪.১.৩ প্রতিটি ট্যারিফ আবেদনে ১২ মাসের প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩.২.৪.১.৪ অন্যান্য সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুরূপ খরচের জন্য আলাদা হিসাব রক্ষণের প্রয়োজন হইবে।

৩.২.৪.১.৫ কমিশন কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ট্যারিফ নিরূপণের জন্য সকল খরচের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত হিসাব রাখিতে হইবে।

৩.২.৪.১.৬ ট্যাক্সের আওতায় সকল প্রযোজ্য ট্যাক্স সার্ভিস খরচের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইগুলো খরচ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৩.২.৪.২ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

৩.২.৪.২.১ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বলিতে সার্ভিস প্রদানের সাথে সম্পর্কিত সরাসরি খরচ এবং সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ খরচগুলি বুঝাইবে। কমিশন পর্যালোচনান্তে অদক্ষতাজনিত খরচসমূহ ট্যারিফ আবেদন হইতে নাকচ করিতে পারিবে। কমিশন পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট অডিট পদ্ধতি জারী করিবে।

৩.২.৪.২.২ সার্ভিস ট্যারিফ রেট প্রণয়নে ফুয়েল কস্ট রিকভারি ট্যারিফ রেটে যে সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইগুলি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩.২.৪.২.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ উৎপাদন খরচ, ক্রেতার হিসাব, বিক্রয়, প্রশাসনিক এবং সাধারণ খরচ। মিনিমাম প্লান্ট ফ্যাক্টর ও পরিচালন নির্ভর যোগ্যতার (Reliability) মাপকাঠিতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খাত বাবদ ট্যারিফে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ সীমিত করার অধিকার কমিশন সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করিয়া কমিশন পৃথক প্রজ্ঞাপন জারী করিবে।

৩.২.৪.২.৩.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ প্রথমে উৎপাদন সিস্টেমের ধরণ অনুযায়ী, যেমন ঃ স্টীম, হাইড্রোইলেকট্রিক, সোলার, উইন্ড এবং অন্যান্য শ্রেণী হিসাবে রেকর্ড করা হয়। অতঃপর খরচগুলি দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা ঃ পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।

৩.২.৪.২.৩.১.১ পরিচালন খরচ পরিভাষায়, সাধারণ সকল প্রডাকশন সিস্টেমে পরিচালন তদারকি এবং প্রকৌশল, ইলেকট্রিক খরচ, ভাড়া, বিবিধ, বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ, সিস্টেম কন্ট্রোল এবং লোড ডিস্‌পাচিং এবং অন্যান্য খরচ বুঝাইবে। স্টীম অপারেশনের ক্ষেত্রে ফুয়েল, স্টীম খরচ, অন্যান্য উৎস হইতে স্টীম এবং স্টীম স্থানান্তর খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে। হাইড্রোইলেকট্রিক খরচ এর ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে বিদ্যুৎ তৈরীতে পানি এবং হাইড্রোলিক খরচ। তাপবাহী সোলারের ক্ষেত্রে জ্বালানী ব্যতিরেকে স্টীমের অনুরূপ অতিরিক্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে। ফটোভোল্টেইক প্লান্টে একমাত্র সাধারণ পরিচালন খরচ রহিয়াছে। উইন্ড প্লান্টে অতিরিক্ত হিসাবে টাওয়ার এবং উইন্ড জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে। অন্যান্য পাওয়ার জেনারেশনে ফুয়েল এবং জেনারেশন খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.৪.২.৩.১.২ রক্ষণাবেক্ষণ খরচসমূহ সাধারণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি এবং প্রকৌশল; স্ট্রাকচার রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিবিধ প্রডাকশন প্লান্ট খরচের খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। স্টীম অপারেশন রক্ষণাবেক্ষণে বয়লার প্লান্ট এবং ইলেকট্রিক প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ খরচ যোগ হইবে। হাইড্রোইলেকট্রিকে অতিরিক্ত হিসাবে জলাধার, ড্যাম এবং ওয়াটারওয়ে এবং ইলেকট্রিক প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে। স্টীম প্লান্টের জন্য সনাক্তকৃত অতিরিক্ত খরচ তাপবাহী সোলারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে। সোলার ফটোভোল্টেইক প্লান্টে কেবলমাত্র ধ্বংস হইয়া যাওয়া রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত খরচ অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসাবে গণ্য হইবে। উইন্ড প্লান্টে টাওয়ার এবং উইন্ড জেনারেটর সম্পর্কিত রক্ষণাবেক্ষণ থাকে। অন্যান্য প্লান্টে উৎপাদন এবং ইলেকট্রিক প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ থাকে।

৩.২.৪.২.৩.২ কাস্টমার হিসাব খরচ (Customer Accounts Expenses) পরিচালন খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইহাতে তদারকি, ক্রেতার রেকর্ড এবং বিল আদায়, অনাদায়যোগ্য হিসাব এবং ক্রেতার হিসাব সম্পর্কিত বিবিধ খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩.২.৪.২.৩.৩ বিক্রয় খরচকে (Sales Expenses) শুধুমাত্র পরিচালন খরচ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এইগুলি হইল তদারকি, বিক্রয় খরচ, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং বিক্রয় সম্পর্কিত বিবিধ খরচ হইল বিক্রয় খরচ।

৩.২.৪.২.৩.৪ প্রশাসনিক এবং সাধারণ খরচ, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। পরিচালন খরচে প্রশাসনিক এবং বেতনাভাতাদি, অফিস ভাতা এবং খরচ, আউট-সাইড সার্ভিস, সম্পত্তি বীমা, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য খরচাদি, পেনশন এবং সুবিধাদি, লাইসেন্স ফি, ডুপ্লিকেট চার্জেস, বিবিধ খরচ, ভাড়া খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে। রক্ষণাবেক্ষণ খরচে শুধুমাত্র জেনারেল প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে। সার্ভিস রিকভারি রেট প্রণয়নে ফুয়েল কস্ট রিকভারি ট্যারিফ রেটের মধ্যে যে সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইগুলি প্রশাসনিক এবং সাধারণ খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩.২.৪.২.৪ বৈদেশিক মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে টাকার অবমূল্যায়নজনিত কারণে বিনিময় ক্ষতি হইতে পারে। যদিও ইহা ঋণ সম্পর্কীয়, এই জাতীয় ক্ষতি রাজস্ব খরচ হিসাবে ধরা হয়। ইহা প্রশাসনিক এবং সাধারণ খরচ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.৪.৩ **অবচয়**

৩.২.৪.৩.১ টেস্ট ইয়ারে ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য সকল সম্পদের বার্ষিক মোট অবচয়ের পরিমাণ অবচয়-খরচ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২.৪.৩.২ সম্পদের বর্তমান বুক ভ্যাল্যুর উপর ধার্যকৃত অবচয় মোট খরচের একটি অংশ হিসাবে যোগ হইবে। পরবর্তীতে সম্পদের মূল্য পুনর্মূল্যায়িত হইলেও অবচয়ের পরিবর্তন হইবে না।

৩.২.৪.৩.৩ ক্যাশ ফ্লো = রিটার্ন অন এ্যাসেট + অবচয়।

৩.২.৪.৪ **আয়কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স**

৩.২.৪.৪.১ লাইসেন্সীর ট্যাক্স খরচ, ব্যবসা খরচ হিসাবে সার্ভিস প্রদানের বিপরীতে আদায়যোগ্য।

৩.২.৪.৪.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীর পরিচালন কাজে দুই ধরণের ট্যাক্স সরাসরি প্রযোজ্য; এইগুলি হইল ভূমি কর এবং আয়কর।

লাইসেন্সীর কর্মচারীর বেতন অথবা ঠিকাদারের বিল হইতে কর্তিত যে অংশ সরকারী খাতে জমা করা হয় তা ট্যারিফ রেট নির্ধারণে লাইসেন্সীর খরচে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। লাইসেন্সীর কর্তনের অতিরিক্ত অংক পরিশোধ করিলে অতিরিক্ত অংশ সার্ভিস খরচের অংশ স্বরূপ খরচ হিসাবে হিসাবভূক্ত করা হয়। যদি লাইসেন্সী অন্য কোন ট্যাক্স পরিশোধ করে যাহা ইতোপূর্বে এই ট্যারিফ মেথডলোজীতে আলোচিত হয় নাই, তাহা সার্ভিস খরচের অংশ স্বরূপ খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করা যাইতে পারে।

৩.২.৪.৪.২.১ ট্যারিফ রেট ডিজাইনের জন্য লাইসেন্সী ক্রয়কৃত কোন আইটেমের/ সম্পদের উপর যদি ভ্যাট প্রদান করে, তাহা ঐ আইটেমের/ সম্পদের সংগ্রহ মূল্যের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং বুক কস্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে ।

৩.২.৪.৪.২.২ ভূমিকর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় না এবং সাধারণত বিবিধ খরচ হিসাবে ইহা হিসাবভুক্ত করা হয়।

৩.২.৪.৪.২.৩ ঋণদাতা কর্তৃক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য করা হয়।

৩.২.৪.৪.২.৩.১ টেস্ট ইয়ারে সরকারকে পরিশোধিত আয়কর ট্যারিফ রেট ডিজাইনে খরচ হিসাবে ধরা হইবে।

৩.২.৪.৪.২.৩.২ বাংলাদেশে মালামাল আমদানীর সময় লাইসেন্সী কর্তৃক ভ্যাট, আবগারী শুল্ক এবং অগ্রীম আয়কর প্রদান করা হয়। আমদানীকৃত পণ্যের চালান মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অগ্রীম আয়কর ধার্য করা হয়।

৩.২.৪.৪.৩ আমদানীকৃত মালামালের জন্য ধার্যকৃত ভ্যাট এবং আবগারী শুল্ক হইল সম্পদের বা মালামালের সংগ্রহ খরচের অংশ এবং ইহা সম্পদ বা মালামাল মূল্যের সাথে হিসাবভুক্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি আইটেমের আমদানী মূল্য ১০০.০০ টাকা এবং ভ্যাট এবং আবগারী শুল্ক ১০.০০ টাকা। এই সম্পদের মোট মূল্য হইবে ১১০.০০ টাকা এবং এই মূল্যই অবচয় এবং সম্পদের উপর রিটার্ন নির্ধারণে ব্যবহৃত হইবে।

৩.২.৪.৪.৪ আমদানী মালামালের উপর অগ্রীম আমদানী শুল্ক ছাড়াও লাইসেন্সী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রীম আয়কর হিসাবে সরকারকে প্রদান করিবে। লাইসেন্সী অর্থ বৎসরের জন্য ট্যাক্সের একটি প্রাক্কলন তৈরী করিবে। লাইসেন্সীর জন্য বাধ্যবাধকতা হইল প্রাক্কলিত ট্যাক্সের ন্যূনতম ৭৫% অগ্রীম পেমেন্ট হিসাবে প্রদান করা। অতঃপর, প্রত্যেক ত্রৈমাসিকে লাইসেন্সী নূতন ত্রৈমাসিকের জন্য প্রকৃত রাজস্ব এবং ধার্য্যযোগ্য ট্যাক্সের ভিত্তিতে সমন্বয় করিবে। অর্থ বৎসর শেষে প্রদেয় আয়কর অগ্রীম আয়করের সাথে ত্রৈমাসিক পেমেন্ট এর মাধ্যমে অগ্রীম পরিশোধিত এবং আমদানীকৃত মালামালের উপর পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর সমন্বয় করিয়া প্রদানযোগ্য আয়কর হিসাব সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। যদি পুঞ্জীভূত অগ্রীম আয়কর সেই অর্থ বৎসরে প্রদানযোগ্য আয়করের চেয়ে বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত কোন আয়কর পরিশোধ করা হয় না এবং উদ্বৃত্ত অগ্রীম আয়কর পরবর্তী অর্থ বৎসরে জের টানা হয়। অগ্রীম আয়কর হইল প্রি-পেমেন্ট এবং এর একটি অংশ রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে যোগ হইবে।

৩.২.৫ মোট বার্ষিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশ

৩.২.৫.১ এই অধ্যায়ের শুরুতে যেইভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে, সুপারিশকৃত পরিচালন রেভিনিউর পরিমাণ হইবে প্রস্তাবিত রেট বেজের উপর রিটার্ন এবং মোট পরিচালন খরচ যার মধ্যে অবচয় এবং টেস্ট ইয়ারের ট্যাক্সসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

সুপারিশকৃত বার্ষিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট = প্রস্তাবিত রেট বেজের উপর রিটার্ন + পরিচালন খরচ।

৩.২.৫.২ রেভিনিউ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টে কতটুকু প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন তাহা নির্ণয়ের জন্য সুপারিশকৃত বার্ষিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টের সহিত চলতি পরিচালন রাজস্বের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়।

৩.২.৬ **মোট চলতি পরিচালন আয়**

৩.২.৬.১ জেনারেশন সার্ভিস রাজস্ব, অন্যান্য সার্ভিস বাবদ আয়, সুদ বাবদ আয় (যদি থাকে) এবং বিবিধ আয় এর যোগফল মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব।

মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব = জেনারেশন + অন্যান্য সার্ভিস + সুদ + বিবিধ।

৩.২.৭ **প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি**

৩.২.৭.১ সুপারিশকৃত পরিচালন রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট এবং চলতি রেভিনিউ এর পার্থক্যের পরিমাণ হইল প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি। এই পার্থক্যজনিত রাজস্ব অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ হার বৃদ্ধি করা হয় যাহাতে জেনারেশন লাইসেন্সী সুপারিশকৃত রেট অব রিটার্ন অর্জন করে এবং পরিচালন খরচ মিটাইবার জন্য যথেষ্ট অর্থায়নের ব্যবস্থা হয়।

প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি = সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্ব — চলতি রাজস্ব।

৩.২.৭.২ প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি আয়কর ধার্যযোগ্য। এই কারণে শুধু প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি চলতি রাজস্বের সঙ্গে যোগ করা হয়; তবুও লাইসেন্সী নূতন পরিচালন রাজস্ব প্রয়োগ করার পরও সুপারিশকৃত পরিচালন রাজস্বের সমপরিমাণ প্রাপ্ত হইবে না। ভবিষ্যৎ রাজস্বের উপর ধার্যকৃত আয়করের সমপরিমাণ কম হইবে। পূর্ণ পরিমাণ নিশ্চিত করিবার জন্য প্রবৃদ্ধি মোটের উপর (Gross) হিসাব করিতে হইবে। অর্থাৎ আয়করযোগ্য অংক ধরিয়া রাজস্ব প্রবৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে। এই কারণে রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর ব্যবহার করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধিকে গুণ করা হইবে।

৩.২.৭.২.১ রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর একটি ফর্মূলা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর = ১ ÷ (১ — আয়করের হার)।

৩.২.৭.২.২ এইভাবে কনভারশন ফ্যাক্টর নির্ণয়ের পর এই হার দিয়া প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিয়া সুপারিশকৃত প্রবৃদ্ধি পাওয়া যাইবে, যাহা নিম্নরূপ ঃ

সুপারিশকৃত রেভিনিউ বৃদ্ধি = প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি × রেভিনিউ কনভারশন ফ্যাক্টর।

৩.২.৮ **সুপারিশকৃত মোট রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট**

৩.২.৮.১ সুপারিশকৃত মোট রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট হইল চলতি রাজস্ব এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধির যোগফল।

সুপারিশকৃত মোট রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট=মোট চলতি রাজস্ব+সুপারিশকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি।

৩.৩ **বিদ্যুৎ উৎপাদন সার্ভিস ট্যারিফ রেট**

৩.৩.১ টেস্ট ইয়ারের সুপারিশকৃত রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টকে বার্ষিক নেট উৎপাদিত কিলোওয়াট দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া প্রাপ্ত ফলকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সার্ভিস ট্যারিফ রেট বুঝায়, যাহা নিম্নরূপ ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন সার্ভিস ট্যারিফ রেট = সুপারিশকৃত রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট ÷ নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

৪. **ওভারঅল ট্যারিফ রেট**

৪.১ গ্রাহককে যে বিল করা হইবে তাহা হইল ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট গুণ (X) বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং জেনারেশন সার্ভিস কস্ট ট্যারিফ রেট গুণ (X) বিদ্যুৎ ব্যবহার। সকল বিলে ফুয়েল কস্ট এবং জেনারেল সার্ভিস কস্ট পৃথকভাবে উল্লেখ থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ ঃ

গ্রাহককে ধার্যযোগ্য মোট বিল = (ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট X ট্রান্সমিশনে সরবরাহকৃত মোট কিঃওঃঘঃ + সার্ভিস ট্যারিফ রেট X ট্রান্সমিশনে সরবরাহকৃত মোট কিঃওঃঘঃ)

৪.২ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত প্রারম্ভিক পর্যায়ে রহিয়াছে বলিয়া কমিশন ক্ষেত্রমত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সেই মোতাবেক মেথডোলজী সংশোধন করিবে।

৫. **চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের জন্য বিদ্যুৎ ক্রয় সমঝোতা**

৫.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত নীতিমালার অধীনে নির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের আহ্বান (Solicit), নির্বাচন ও তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করে। সরকার কিংবা তৎনিযুক্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান স্বীয় ক্ষমতাবলে চুক্তিভুক্ত রেটের বিষয়ে সম্মতি/অনুমোদন প্রদান করে।

৫.২ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে লাইসেন্সী ও গ্রাহকগণের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভারসাম্য নিশ্চিত করিতে কমিশন এতদ্বারা একটি মেথডোলজী প্রণয়ন ও গ্রহণ করিল, যাহার অনুসরণে চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীগণ গ্রাহকগণের নিকট হইতে রেট আদায় করিবে।

কমিশনের মেথডোলজী ও রেট পর্যালোচনার ভিত্তিতে গ্রাহকগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক রেট আদায় করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র আংশিক রেট আদায়ের জন্য কমিশন অনুমোদন দিলেও তাহা সরকারের সহিত চুক্তি সম্পাদনে বাধার কারণ হইবে না। রেটের আদায়-অযোগ্য অংশের অন্য আর্থিক উৎস হইতে সংস্থান করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব চুক্তিকারী এজেন্সীর।

৫.৩ এই মেথডোলজীর ধারা-১ হইতে ধারা-৪ এ প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ষান্মাসিকে নমনীয়ভাবে জ্বালানী খরচ সমন্বয়ের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে; এবং ন্যূনতম বার্ষিক ভিত্তিতে উৎপাদন সেবার খরচ সমন্বয়ের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহকগণের প্রদেয় রেট অবশ্যই ইকোনমিক লীস্ট কস্ট হইবে, যদিও ইহার মধ্যেই উৎপাদনকারী লাইসেন্সীর আর্থিকভাবে টিকিয়া থাকার সংস্থান থাকিবে। প্রচলিত লাইসেন্সী এবং চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী উভয়েরই ট্রান্সমিশন, জেনারেশন এনার্জি সাপ্লাই এবং ইকোনমিক ডিসপাচের সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে।

৫.৪ প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সীগণের ন্যায় রেগুলেশনে নির্ধারিত ফুয়েল কস্ট রেট ও সার্ভিস রেট কাঠামোর অনুরূপ পদ্ধতিতে কমিশন চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের জন্য এনার্জি ও ক্যাপাসিটি ভিত্তিক রেট পরীক্ষা করিবে।

৫.৫ এনার্জি চার্জ

৫.৫.১ উপ-ধারা ২.৪.১ এবং ২.৪.২-তে বর্ণিত, অন্তর্ভুক্ত করিবারযোগ্য খরচ ও উপ-হিসাবের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা এনার্জি চার্জ নির্ধারণের জন্য সূত্র উল্লেখপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৫.৫.২ বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিনামা (PPA) অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ লাইসেন্সীকে অবশ্যই প্রস্তাবিত প্লান্টের হীট রেট সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। চুক্তির সম্পূর্ণ মেয়াদে এই হীট রেট অপরিবর্তিত থাকিবে। ভোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য প্রতি কিঃওঃঘঃ ফুয়েল কস্ট নির্ণয় করিতে প্রতি বিটিইউতে টাকায় জ্বালানী খরচকে বিটিইউ/কিঃওঃঘন্টায় বর্ণিত হীট রেট দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

ফুয়েল রেট = ফুয়েল খরচ (টাকা/বিটিইউ) X হীট রেট (বিটিইউ/কিঃওঃঘঃ)

জ্বালানী রেটের জন্য প্রাথমিক আবেদনের সময় বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত হীট রেট উল্লেখ করিতে হইবে এবং ইহার সমর্থনে রেটের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রকৌশলগত তথ্যাদি জমা দিতে হইবে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব থাকিলে কমিশন প্রস্তাবিত হীট রেট বাতিল করিয়া দিবার অধিকার সংরক্ষণ করে। প্রস্তাবিত হীট রেট সাধারণ মান হইতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন হইলে কমিশন একটি স্ট্যান্ডার্ড হীট রেট প্রয়োগ করিবে। একবার গৃহীত হইবার পর চুক্তির সম্পূর্ণ মেয়াদে একই হীট রেট প্রযোজ্য থাকিবে।

৫.৫.৩ বিদ্যুৎ গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীকে মূল্য প্রদানের শর্তাবলী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিনামা অনুসারে নির্ধারিত হইবে। এই মেথডোলজীর ধারা-২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভোক্তাগণের নিকট হইতে জ্বালানী খরচ আদায় করা হইবে।

৫.৫.৪ বর্তমানে এই মেথডোলজীর উপ-ধারা-২.৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী জ্বালানী সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনশীল পরিচালন ও সংরক্ষণ (O&M) খরচের কিছু অংশ জ্বালানী খরচ আদায় রেট নির্ধারণের স্ট্যান্ডার্ড মেথডলোজীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চুক্তিবদ্ধ লাইসেন্সীকে অবশ্যই বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত কোন পরিবর্তনশীল পরিচালন ও সংরক্ষণ (O&M) খরচ থাকিলে তাহার ধরন ও পরিমাণ যুক্তিসহ উল্লেখ করিতে হইবে। কমিশন এই বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিয়া ইহার যৌক্তিকতা নির্ধারণ করিবে।

৫.৬ ক্যাপাসিটি চার্জ

৫.৬.১ এই মেথডলোজীর ধারা-৩ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিনামার (PPA) অধীনে প্রস্তাবিত প্লান্টের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লাইসেন্সী প্রস্তাবিত প্লান্টের ব্যয় বিশ্লেষণ (Cost Analysis) প্রস্তুত করিবে। আবেদনকারী যে পরিমাণ পরিবর্তনশীল পরিচালন ও সংরক্ষণ (O&M) ব্যয় এনার্জি চার্জে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে, পরিচালন ব্যয় সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। অতঃপর আবেদনকারী এই মেথডোলজীর উপ-ধারা ৩.২.৩.৫.৩.১ -এ যাহা রেয়াত হার (Discount Rate) হিসাবে গণনা করা হইয়াছে, সেই প্রাক্কলিত ওয়েটেড (Weighted) পুঁজির গড় ব্যয় ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে প্রাক্কলিত ব্যয় প্রক্ষিপ্ত (Project) করিবেন। মুদ্রাস্ফীতি, ঋণের সুদ, মুদ্রার বিনিময় হার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেই মাত্রায় অনুমান করা হইয়াছে এবং চুক্তিভুক্ত ক্যাপাসিটি পেমেন্ট নির্ণয়ে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপ-ধারা-৩ এর বিশ্লেষণে গণনাকৃত ব্যয়েও একই অনুমান ও মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। পূর্বে বর্ণিত ধাপসমূহ এবং উপ-ধারা ৩.২.৫.১ এ যে কার্যপ্রণালীর রূপরেখা দেওয়া হইয়াছে, অবশ্যই তাহার অনুসরণে ছক প্রস্তুত করিতে হইবে।

৫.৬.২ উপ-ধারা ৫.৬.১ এ যে ছকটি তৈরী হইবে, তাহাতে একটি অতিরিক্ত সারি যোগ করিতে হইবে। চুক্তির প্রত্যেক বৎসরের জন্য উপ-ধারা ৩.২.৫.১ -এ বর্ণিত হিসাবসহ প্রাপ্ত পরিমাণকে ১২ দ্বারা ভাগ (÷) করিয়া প্রয়োজনীয় গড় মাসিক রেভিনিউর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া সেই সারিতে বসাইতে হইবে। ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

মাসিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট = বার্ষিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট ÷ ১২ ।

প্লান্টের ক্ষমতাকে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিনামাতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত প্রাক্কলিত গড় এ্যাভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর (availability factor) দ্বারা গুণ (X) করিয়া প্রাপ্ত গুণফল দিয়া এই সংখ্যাটিকে ভাগ (÷) করিলে টাকা/কিঃওঃঘঃ বর্ণিত মাসিক ক্যাপাসিটি চার্জ (Capacity Charge) পাওয়া যাইবে।

মাসিক ক্যাপাসিটি চার্জ কনভেনশনাল = মাসিক রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট ÷ (ক্যাপাসিটি x এ্যাভেইলেবিলিটি)

ছকটি অতঃপর চুক্তির পূর্ণ মেয়াদকালের ভিত্তিতে এই ক্যাপাসিটি চার্জ এর গড় নির্ণয় করিবে। প্রতি বৎসরের প্রাক্কলিত মাসিক কনভেনশনাল ক্যাপাসিটি চার্জ (Conventional Capacity Charge) প্রতি বৎসরের জন্য যোগ করা হইবে। অতঃপর যোগফলটিকে চুক্তিকৃত মোট বছর (N) দ্বারা ভাগ (÷) করিতে হইবে।

$$\text{গড় মাসিক ক্যাপাসিটি চার্জ} = \left(\sum_{1}^{N} \text{Capacity Charge}\right) \div N$$

৫.৬.৩ আবেদনকারী অতঃপর বিদ্যুৎ এর চুক্তির পূর্ণ মেয়াদের জন্য প্রত্যাশিত ক্যাপাসিটি পেমেন্টস (Capacity Payments) এর গড় নির্ধারণ করিবে।

৫.৬.৪ উপ-ধারা ৫.৬.২ এর প্রাপ্ত পরিমাণ হইতে আবেদনকারীর বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতে উল্লেখিত এ্যাভারেজ ক্যাপাসিটি পেমেন্ট (Average Capacity Payment) কম হইলে উপ-ধারা ৫.৬.২ এর প্রাপ্ত পরিমাণ এর সমান বা, কমিশন স্বীয় বিবেচনায় তাহা ভোক্তাগণের উপর চার্জযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করিতে পারে। চুক্তিভুক্ত ক্যাপাসিটি রেট বেশী হইলে কমিশন স্বীয় বিবেচনায় ভোক্তাগণ হইতে কনভেনশনাল ক্যাপাসিটি পেমেন্টের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের আবেদন নাকচ করার ক্ষমতা রাখে। বেশী চার্জ আদায়ের সপক্ষে আবেদনকারী কর্তৃক শুনানীতে আনীত প্রমাণাদির যৌক্তিকতা কমিশন বিবেচনা করিবে।

৬. শব্দসংক্ষেপসমূহ

$ARR = RRB + TC$

$FCRR = FC/NG$

$FCRHR = (HR \times FC)/(1000 \times HV)$

$RB = (UUA - TAD) + RWC$

$RRB = RB \times TRR$

$RWC = CWC + FI + MSI + PP$

$STR = ARR/NG$

$TC = TOM + DEP + IOT$

$TR = FCRR + STR$

$TRR = [\ (EC \times RROE) + (DC \times RROD)\ ] / (\ EC + DC\ )$

যখন,

ARR = বাৎসরিক রাজস্ব চাহিদা (Annual Revenue Requirement)

CWC = ক্যাশ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Cash Working Capital)

DC = দায়বদ্ধ মূলধন (Debt Capital)

DEP = পরীক্ষামূলক বছরের অবচয় (Test Year Depreciation)

EC = ইক্যুয়িটি ক্যাপিটাল (Equity Capital)

FC = ফুয়েল কস্ট (Actual Fuel Cost)

FCRR= ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট (Fuel Cost Recovery Rate)

FCRHR= নির্দিষ্ট হীট রেটে ফুয়েল কস্ট রিকভারী রেট (Fuel Cost Recovery Rate @ Specific Heat Rate)

FI = জ্বালানী পরিসংখ্যান (Fuel Inventory)

HR = হীট রেট (Heat Rate)

HV = হীটিং ভ্যালু (Heating Value of one cubic feet of Natural Gas)

IOT = আয়কর এবং অন্যান্য করসমূহ (Income-tax and Other Taxes)

MSI = মালামাল এবং সরবরাহ পরিসংখ্যান (Materials and Supplies Inventory)

NG = সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন (Net Generation)

PP = অগ্রীম প্রদান (Pre-Payments)

RB = রেট বেস (Rate Base)

RRB = রেট বেসের উপর রিটার্ন (Return on Rate Base)

RROD= দায়বদ্ধ মূলধনের জন্য প্রদেয় সুদের হার (Rate of Return On Debt)

RROE= ইক্যুয়িটির উপর রেট অব রিটার্ণ (Rate of Return On Equity)

RWC = রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Regulatory Working Capital)

STR = সার্ভিস ট্যারিফ রেট (Service Tariff Rate)

TAD = সম্পদের পুঞ্জীভূত অবচয় (Total Accumulated Depreciation)

TC = সর্বমোট খরচ (Total Cost)

TOM = সর্বমোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (Total Operation and Maintenance Expense)

TR = সর্বমোট ট্যারিফ রেট (Overall Tariff Rate)

TRR = সর্বমোট রেট অব রিটার্ন (Total Rate of Return)

UUA = ব্যবহৃত এবং ব্যবহারযোগ্য এ্যাসেট (Used and Useful Assets)

কমিশনের আদেশক্রমে

গোলাম রহমান
চেয়ারম্যান।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।